দৈনিক বাংলা
তারিখ 15 AUG 1988 পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান কতিপয় সমস্যা ও প্রতিকার

ডঃ মোঃ আজহার আলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : (ক) শিক্ষা সংস্কারের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভেতর পূর্ণ যোগসূত্র স্থাপন এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তারা তাদের অর্জিত জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করতে পারে না। (খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম কিছু জটিলতার সৃষ্টি করেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে নতুন কিছু ধারণার সংযোগ করা হয়েছে। তবে এ সকল ধারণা শিক্ষার্থীর মনে অনুপ্রবেশ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেশী নেই, বিশেষ করে পল্লীর বিদ্যালয়গুলোতে নেই বললেই চলে। (গ) আমরা অত্যন্ত জোর গলায় বলি, শিক্ষা ব্যবস্থাই তার শিক্ষকদের চেয়ে ভাল হতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বেলায় এ সত্য উক্তি পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। কারণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষক পরিবর্তনে বিশ্বাসী নন, কাজেই তাঁরা যেখানে আছেন সেখানে যদি কেউ মতাদর্শের কথা বলেন তবে তাঁরা তার মতামত গ্রহণ করতে পারেন না বরং নানাভাবে তাকে তাঁরা সমাজের কাছে উপহাসের পাত্র হিসাবে তুলে ধরতে প্রয়াস পান। (ঘ) বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন করে অনেক শিক্ষাবিদ মতামত দিয়েছেন যে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত বিষয়াদি প্রথম দু শ্রেণীর (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী) জন্য একটু ভারী। অর্থাৎ শিশুদের গ্রহণ ক্ষমতা তাদের জন্য নির্ধারিত বিষয়াদির জন্য পর্যাপ্ত নয়। এ সমস্যার প্রতি গভীর মনোযোগ না দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি আরও অবিচার করা হয়েছে যখন তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বিষয়ের পরিমাণ দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনগুণ করা হয়েছে। (ঙ) প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্তমানে যথাযথভাবে পরিদর্শিত হচ্ছে না। এসব বিদ্যালয় পারদর্শনের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত আছেন অন্যান্য সরকারী কাজের চাপে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারছেন না। (চ) শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা, পাঠ্য পুস্তকের সমস্যা সমূহ ক্রমাগতভাবে প্রবৃদ্ধির মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় তা হল : সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে পৃথক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর চালু করেন। প্রকল্পের সার্বিক সফল সমাপ্তির কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একজন মহাপরিচালক, ৩ জন পরিচালক, ১২ জন উপপরিচালক, ২১ জন সহকারী পরিচালক তৎসম অফিসার পদ নিয়ে ১৯৮৫-৮৬ সালে এই অধিদফতরকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়। অধিদফতরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এ সকল পদের সবগুলোই কলেজ শিক্ষকদের অধিকারে থাকায় একদিকে যেমন কলেজসমূহ তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষক হারাচ্ছে অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মাঠ পর্যায়ের (জেলা ও উপজেলা) কর্মকর্তাদের পদোন্নতি না হয় হতাশা ও নৈরাশ্যের কারণে মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি হচ্ছে না। কলেজ শিক্ষকদের যথেষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা রয়েছে নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবুও সত্যকে স্বীকার করতেই হয় যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তা তাদের নেই বিধায় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণের স্বার্থে মাঠ পর্যায়ের দক্ষ (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের) ও যোগ্য কর্মকর্তাদেরকে পদোন্নতির মাধ্যমে অধিদফতর-এর কেন্দ্রবিন্দুতে বসানো হলে এবং তাদের পরামর্শ ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে দাফতরিক কাজে লাগালে প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নত করা অর্থাৎ সাক্ষর জনশক্তি বাড়ানো সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। নতুবা কেন্দ্রের (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের) ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের রেষারেষির ফলে প্রাথমিক শিক্ষার কোনদিনই উন্নতি সম্ভব নয় অর্থাৎ সরকারের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করা সম্ভব [illegible] করে বলা যায়।

এই সংকট সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে : প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভেতর পূর্ণ যোগসূত্র স্থাপন। প্রাথমিক শিক্ষায় সংযোজিত কিছু ধ্যান-ধারণা শিশুদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য দান। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে